59

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2.0.DEC. 199[illegible]
পৃঃ ৪ কলাম ৪

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রসঙ্গে

পদোন্নতি প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার কারণে সরকারী কলেজ শিক্ষক বিশেষ করিয়া প্রভাষকদের মধ্যে গভীর হতাশা বিরাজ করিতেছে। জেলা সদরের সরকারী কলেজগুলিতে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স পর্যায়ক্রমে চালু হওয়ার কথা। অনেক কলেজে চালুও হইয়াছে। ইহাছাড়াও রহিয়াছে ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী পাস কোর্স ও প্রিলিমিনারী বা মাষ্টার্স ১ম পর্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে অনেক কম জনবল কাঠমো নিয়া কলেজগুলি এইসব কোর্সের চাপ সামলাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রভাষক দুই/তিন বছর পরেই সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাইয়া থাকেন। সরকারী কলেজে প্রভাষক হইতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাইতে যদিও ৫ বৎসর লাগার কথা, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ১২/১৩ বৎসর, ক্ষেত্র বিশেষে ১৭/১৮ বৎসরও লাগিয়া যায়। এমন এক সময় ছিল, যখন সরকারী কলেজে শিক্ষকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী হইতে কম মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা হিসাবেও পদোন্নতির দৌড়ে অনেক পিছনে পড়িয়া সরকারী কলেজ শিক্ষকেরা হতাশায় ভোগেন। কারণ তাঁহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা, সততা ও নিষ্ঠা অন্যান্য কর্মকর্তার সমমর্যাদাপূর্ণ। যে সকল বন্ধু ১৯৮৫ সালের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৮৮ সালে প্রশাসন অথবা পুলিশে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা পদোন্নতি পাইয়াছেন ১৯৯৫ সালের মধ্যেই। একজন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা ১৯৮৮ সালে যোগদান করিয়া এস,পি হইয়াছেন। কিন্তু এইদিকে দেখা গিয়াছে যে, আত্মীকরণ বিধিবলে পিএসসি'র মাধ্যমে নির্বাচিত ক্যাডারভুক্ত অনেক শিক্ষক পদোন্নতি তালিকায় আত্মীকৃত শিক্ষকেরও পিছনে পড়িয়া হতাশাগ্রস্ত । এই ব্যাপারে মামলা ও পাল্টা মামলার কারণে পদোন্নতি প্রক্রিয়া বন্ধ বলিয়া জানা যায়। মামলা সৃষ্ট জট নিরসনে তেমন কোন উদ্যোগী ভূমিকাও পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইতিমধ্যে প্রবীণ শিক্ষকদের অনেকে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, শেষ বয়সে হয়ত একটা পদোন্নতি পাইবেন; কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যে পদোন্নতি জোটে নাই। পদোন্নতি সময়মত না হইলেও যদি নির্ধারিত স্কেল পাওয়া যাইত, তবুও সান্ত্বনা ছিল। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন এই যে, সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া সচল করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া হতাশা নিমজ্জিত গহবর হইতে তাঁহাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হউক।

সৈয়দ মহিবুল ইসলাম,
প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা,
সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ,
সুনামগঞ্জ।